

পরিবেশ দূষণ এর উপর একটি নিবন্ধ লিখ।এতে নিম্ন বিষয়গুলো উল্লেখ করবে-

ক)পরিবেশ দূষণ কী?

খ)কিভাবে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে ও এর ভয়াবহতা

গ)পরিবেশ দূষণ রোধে করণীয় বিষয় গুলো উল্লেখ করো।

পরিবেশ দূষণ বলতে পরিবেশের মৌলিক উপাদান যথা-মাটি, পানি, বায়ু ও জীবের স্বাভাবিক গঠন বিনষ্ট হয়ে যাওয়াকে বোঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, পরিবেশ যদি জীবকুলের বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠে, তবে তাকে পরিবেশ দূষণ বলে। প্রাকৃতিক দূষণের চেয়ে কৃত্রিম বা মানবসৃষ্ট দূষণই অধিক হারে হচ্ছে। পরিবেশ দূষণ বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বের প্রধান সমস্যায় পরিণত হয়েছে। পরিবেশ দূষণ পরিবেশের ভারসাম্য তথা মানবজাতির জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। পরিবেশ দূষণ ক্রমাগত আমাদেরকে নীরবে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করছে।

পরিবেশ দূষণ মূলত দুটি কারণে হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে প্রকৃতিগত কারণ, যেমন— ঝড়-বন্যা, জলাচ্ছাস, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে মানবসৃষ্ট যা কৃত্রিম, যেমন— পানিদূষণ, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, তেজস্ক্রিয় দূষণ প্রভৃতি।

শিল্পকারখানার বর্জ্য, যানবাহনের বিষাক্ত ধোয়া ইত্যাদি বায়ুতে মিশে দূষিত করছে পরিবেশকে।নদনদী, সমুদ্র, পুকুর, খালবিলের পানি প্রতিদিন দূষিত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। কলকারখানার বর্জ্য, ফসলি জমিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক ইত্যাদি **পানিকে** বিষাক্ত করে তুলছে। অপরিষ্কৃত নগরায়ণ, যত্রযত্র আবর্জনা ফেলা, জমিতে বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার ইত্যাদি কারণে বাড়ছে **মাটিদূষণ**। তাছাড়া গাড়ির তীব্র হর্ণ, মাইকের যথেষ্ট ব্যবহার, কলকারখানার যন্ত্রের বিকট শব্দ ইত্যাদি **শব্দদূষণের** মূল কারণ। সব মিলিয়ে পরিবেশ দূষণ বর্তমানে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে দূষণের মাত্রা আরও ভয়াবহ। পরিবেশ দূষণের ফলে বদলে যাচ্ছে পৃথিবীর জলবায়ু। গ্রিনহাউজ ইফেক্টের কারণে প্রতিনিয়ত বাড়ছে বৈশ্বিক তাপমাত্রা। বিভিন্ন ধরনের দুরারোগ্য রোগ-ব্যাধির প্রকোপ বাড়ছে। মোটকথা দূষণের কারণে সারাবিশ্বের পরিবেশই আজ হুমকির সম্মুখীন। পরিবেশ রক্ষায় আমাদের সচেতনতাই মুখ্য। কলকারখানা, যানবাহনসহ আধুনিক সমস্ত সুযোগ-সুবিধাকে পরিবেশবান্ধব করে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। প্রচুর গাছপালা রোপণ করে পরিবেশকে সবুজে ভরিয়ে তুলতে হবে। এছাড়া পরিবেশ দূষণ রোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, বসবাস উপযোগী প্রাকৃতিক পরিবেশ হারিয়ে গেলে মানুষসহ সকল জীবের জন্যেই পৃথিবীতে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই পরিবেশ যাতে দূষিত না হয় সে ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।

শিল্প-কারখানায় জীবাশ্ম জ্বালানি যেমন তেল, গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের জন্য পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। কল-কারখানা ও ইটভাটা হতে বিষাক্ত গ্যাস নির্গমনের ফলে পরিবেশ দূষিত হয়। তাছাড়া যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলা, মলমূত্র ত্যাগ ও হাসপাতালের বর্জ্য ফেলা পরিবেশ দূষণের উৎস। বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ পরিবেশে মিশলে পরিবেশ দূষিত হয়।অপরিষ্কৃত এবং যথেষ্টহার জীবনযাপন, প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার, যানবাহন ও শিল্পাঞ্চল ইত্যাদির ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য অধিক বাসস্থান ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করতে হচ্ছে। গাছপালা ও বনাঞ্চল

ধ্বংস হচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে এবং খাদ্য-শৃঙ্খলে ব্যাঘাত ঘটছে। পরিবেশ দূষণের কারণে মানুষ ও জীবজন্তুর ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। মানুষ ক্যান্সার, চর্মরোগ, শ্বাসকষ্ট ও পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়ছে। সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের মতো নিুষ্ণল ভবিষ্যতে পানিতে তলিয়ে যাবে।

পরিবেশ দূষণের হাত থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সচেতন হতে হবে। শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন করতে হবে। বনায়নের পরিমাণ বাড়াতে হবে। নির্বিচারে গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে। একটি দেশের আয়তনের শতকরা ৩০ ভাগ বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন। উদ্বেগের বিষয় হল, আমাদের দেশের বনাঞ্চলের পরিমাণ শতকরা ৭ ভাগ, যা ধীরে ধীরে কমছে। অতএব পরিকল্পিতভাবে বনজ, ফলদ ও ভেষজ গাছ লাগাতে হবে। কল-কারখানা ও গৃহস্থালির বর্জ্য যেখানে-সেখানে ফেলে রাখা যাবে না। নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে এবং রি-সাইক্লিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। ট্যানারির বর্জ্য যেন পরিবেশের ক্ষতি করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। চাষাবাদে অজৈব সার অর্থাৎ রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্ভিদ সংরক্ষণে কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে জৈবিক, যান্ত্রিক এবং চাষাবাদ পদ্ধতির পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে বায়ু, পানি ও মাটি দূষণের হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেসব কারণে শব্দদূষণ হয়ে থাকে, তা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। বস্তুত পরিবেশ দূষণের হাত থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে চাইলে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় আইনের যথাযথ ও কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা জরুরি।

তাই সুখী ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে হলে পরিবেশ দূষণ অবশ্যই রোধ করতে হবে। এ জন্য আমাদের সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। সরকারেরও উচিত পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা। আর তা হলেই আমরা একটি সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশে বসবাসের নিশ্চয়তা পাব।
